সংবাদ

তারিখ ... 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী পরিবর্তন প্রতিরোধ করুন

রাজধানীতে এক গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্টজনেরা বলেছেন, সরকার শিক্ষার মান সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে এনেছে। চলতি বছর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড তাদের প্রকাশিত কতগুলো প্রধান পুস্তকে পরিমার্জনের নামে ধর্মান্ধ বিশেষ গোষ্ঠীর সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা যুক্ত করা হয়েছে। এই বিকৃত শিক্ষাব্যবস্থা মেনে নেয়া যায় না। এজন্য সবাইকে একত্র করে আন্দোলন করতে হবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে গতকাল সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপরিপন্থী পরিবর্তন প্রতিরোধ' শীর্ষক এই বৈঠকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে যে পরিবর্তন করা হয়েছে, তার স্বরূপ উন্মোচনে শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে তদন্ত কমিশন গঠনসহ কয়েকটি দাবি জানিয়েছে সাংস্কৃতিক জোট। জোট বলছে, এসব দাবির বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব সরকারকে জবাব দিতে হবে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এই দাবিকে আমরাও সমর্থন করি। সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে বিতর্ক চলছে তা কোন অবস্থায়ই 'ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তকের' তকমায় দেখার বিষয় নয়। এ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পাঠ্যপুস্তকে যতটা পেরেছে সাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শ যুক্ত করতে একটি গোষ্ঠী গোপনে কাজ করেছে। তারা সফল হয়েছে। এনসিটিবির বইয়ে রাতের আঁধারে অনেক কিছু পরিবর্তনের ঘটনা নতুন নয়, বোধহয় শেষও নয়। আগে অনেকবারই সম্পাদনা পরিষদের অনুমতি ছাড়া রাতের আঁধারে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে স্কুল শিক্ষাক্রমে ধর্ম শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও বাংলা সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটিয়ে নানা ধরনের রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এ বছর যা হয়েছে তা আরও ভয়ানক। শৈশব থেকেই কোমলমতি শিশুদের মনের ভেতরে ধর্মীয় বিদ্বেষ আর অপসংস্কৃতির কৌশল গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা ঘোরতর অন্যায় ও নিন্দনীয় অপরাধ। বর্তমান সরকার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করে। কাজেই বিষয়টি সরকারের নীতির সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যে তদন্ত কমিটি গঠন করতে বলেছে তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দুটি। প্রথমত কারা এই অপকর্ম করেছে তাদের খুঁজে বের করা। তাদের মুখোশ জাতির সামনে উন্মোচন করা। এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা। দ্বিতীয়ত এ কাজটি যেন আর না হয় সে ব্যাপারে একটি কার্যকর উপায় খুঁজে বের করা। সরকারের ভেতরে যারা এই সাম্প্রদায়িক চিন্তা লালন করে তাদের শনাক্ত করা উচিত। বিষয়টি এখন থেকেই মনিটরিং না করা হলে শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ যে আরও ডালপালা ছড়াবে তা বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই।

আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞান দ্বারা অনুসৃত জ্ঞানতত্ত্বে গড়ে ওঠেনি। এখানে সাধারণ কারিকুলাম এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কেই শিক্ষিত মহলে ধারণা স্পষ্ট নয়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী এবং তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ দিয়ে মোটেও অগ্রসর হতে পারবে না, গণতন্ত্র তো নয়ই। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অসাম্প্রদায়িক মানুষের বড় বেশি প্রয়োজন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত না হতে পারলে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হবে না, আধুনিক বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও সৃজনশীল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। সে কারণে অবশ্যই শিক্ষাব্যবস্থাকে সব সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত করতে হবেই। এর কোনো বিকল্প নেই।